ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে।।৭৩
কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানীহাটী— রাঘবমন্দিরে।।৭৪
কৃষ্ণকার্য্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত।।৭৫
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।।৭৬
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন।।৭৭
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে।।৭৮
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘবশরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন তাহা নাহি স্ফুরে।।৭৯
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত।।৮০
প্রভু বোলে "রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।।৮১
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয়।।"৮২
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘবপণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত।।"৮৩
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরমসন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে।।৮৪
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার।।৮৫
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ।।৮৬
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে' একান্ত।।৮৭
প্রভু বোলে "রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।।"৮৮
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা।।৮৯
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন।।৯০
রাঘবমন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধরদাস ধাই আইলা সত্বর।।৯১
প্রভুর পরম প্রিয়— গদাধরদাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ।।৯২
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে।।৯৩
পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।।৯৪
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে।।৯৫
রঘুনাথবৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি যার গুণে।।৯৬
এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা।।৯৭
পানীহাটীগ্রামে হৈল পরম-আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।।৯৮
রাঘবপণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য-উত্তর।।৯৯
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই।।১০০
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে।।১০১
আমার সকল কর্ম্ম— নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে।।১০২
যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই।।১০৩
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ।।১০৪
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ— যেহেন ভগবান্।।"১০৫

বিদিত— উপনীত। রমাবল্লভ-চরণ— লক্ষ্মীর প্রাণবল্লভ প্রভুর চরণ।

মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ রাঘবপদদ্বন্দ।।১০৬
রাঘবপণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার।।"১০৭
হেনমতে পানীহাটী-গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১০৮
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।১০৯
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পঢ়িতে।।১১০
শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।১১১
'বোল বোল' বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায়।।১১২
সেহো বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া।।১১৩
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।১১৪
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস।।১১৫
এইমত রাত্রি তিনপ্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণনিধি।।১১৬
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন।।১১৭
প্রভু বোলে "ভাগবত এমত পঢ়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।।১১৮
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য।।"১১৯
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সবে করিলেন মহা-জয়-হরি-ধ্বনি।।১২০
এইমত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে।।১২১
সবারি করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুন আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম।।১২২
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর।।১২৩
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
'পুন আইলেন প্রভু ন্যাসি চূড়ামণি'।।১২৪
মহানন্দে সর্ব্বলোক 'জয়জয়' বোলে।
"আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে।।"১২৫
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম-আদি আইলেন সেইক্ষণ।।১২৬
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন ক্রন্দন।।১২৭
প্রভুও সবারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে।।১২৮
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে।।১২৯
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্ব্বদেশ।।১৩০
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দসুখে!।১৩১
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রেরমন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে।।১৩২
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ।।১৩৩
পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণে।
কপাট ফেটিলে জগন্নাথ-দরশনে।।১৩৪
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত!— গঙ্গাধারা বহে যেন।।১৩৫
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক।।১৩৬
যে-দিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই-দিগে সর্ব্বলোক 'হরিহরি' গায়।।১৩৭

কাশীমিশ্র— নীলাচলবাসী পরমভক্ত, রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু। **পাণিশঙ্খ বাজিলে**— শেষরাত্রিতে জগন্নাথের শয্যোত্থান-কালে পাণিশঙ্খ বাজিয়া উঠিলে। **পাণিশঙ্খ**— হাতে ধরিয়া যে শঙ্খ বাজান হয়। **ফেটিলে**— খোলা হইলে।